আজকের কাগজ

তারিখ 19 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

96

আশাশুনী থানার ১৫টি প্রাথমিক ও ৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬ মাস যাবৎ বন্ধ ॥ ৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া ব্যাহত

সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনী থানার ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় গত ৬ মাস যাবৎ বন্ধ থাকায় প্রায় ৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। প্রকাশ, গত ১৬ মে'র প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে আশাশুনী থানার বলাবাড়িয়া ওয়াপদা ভেরিবাঁধ ভেঙে যায়। ফলে সদর ইউনিয়নসহ শ্রীউলা ও প্রতাপনগর ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। এর পর গত ২৭ সেপ্টেম্বরের নিম্নচাপের ফলে সৃষ্ট সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে পুনরায় আরো প্রায় ১৫টি গ্রাম তলিয়ে যায়। মে মাস থেকে এ এলাকার ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ডুবে থাকে এবং আরো কিছু বিদ্যালয়ের ভবনে আশ্রয়হীনরা আশ্রয় নেয়। বাড়িঘর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হওয়ায় এবং পানি না সরে যাওয়ায় এসব লোকেরা ছয় মাসেও পুনর্বাসনের কাজে হাতে দিতে না পারায় তাদের একাংশ এসব বিদ্যালয় ভবন ব্যবহার করে আসছে। ফলে, প্রায় ৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়ে চলেছে। শিক্ষা বর্ষের শেষে বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব না হওয়ায় লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণ মিছিল, মিটিং ও অনশন করেও বাঁধ পুনর্নির্মাণে বস্তুত কোনো সুরাহা করতে পারেনি। সাতক্ষীরা পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের গাফিলতির কারণে এ বাঁধ ভাঙে এবং পুনরায় বাঁধ নির্মাণ হচ্ছে না বলে এলাকাবাসী জানান। এ ব্যাপারে এলাকাবাসী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত প্রতিকারের দাবি জানিয়েছেন। সাতক্ষীরা থেকে পবিত্র মোহন দাস।